135

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 27 APR 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৮

শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্যের নির্ধারণ

□ সাজেদা এনায়েতুল্লাহ শাম্মী □

যেদিন থেকে পৃথিবীর মাটিতে মানুষের পদচারণা শুরু হয়, সেদিন থেকেই তার শিক্ষার সূত্রপাত। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রক্রিয়া শুরু হয় অনেক পরে। বহু বছরের দেখে শেখা, শুনে শেখা, ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে মানুষ বর্বর জীবন অতিক্রম করে সভ্য জীবনের সূচনা করেছে। সভ্যযুগের বিভিন্ন স্তর পার হয়ে এসে আজ বিংশ শতাব্দীর শেষ সীমায় আধুনিক মানুষ যুগপৎ সৃষ্টি ও ধ্বংসের শিক্ষা আয়ত্ত করেছে বলে গর্ববোধ করে। কিন্তু খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, নিরাপত্তা প্রভৃতি মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রয়োজন আজো সামান্য রূপান্তরিত হয়ে প্রায় আদিমকালের মতই রয়েছে। কালের বিবর্তনে নতুন নতুন চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে, মানুষের উন্নত জীবনের আকাঙ্ক্ষা ক্রমবর্ধমানভাবে উদ্দীপ্ত হচ্ছে। সম্পদের অপ্রতুলতা ও সুযোগের অপর্যাপ্ততাও ভোগের অসমতার কারণে এখন অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে জনসমষ্টির জীবনের মৌলিক চাহিদা পূরণই দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। জীবনের চাহিদা পূরণের কৌশল আয়ত্ত করার নামই যদি হয় মৌলিক শিক্ষা, তাহলে বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এ চাহিদাপূর্ণ জীবনকে আমরা কিভাবে মোকাবেলা করব? কি উপায়ে চাহিদা মেটাবো? আপেক্ষিক চাহিদার লক্ষ্যবস্তুইবা নির্ধারণ করবো কিভাবে? একমাত্র 'শিক্ষাই' এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। এখানেও আবার প্রশ্ন আসে কোন শিক্ষা? কি ধরনের শিক্ষা আর এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব আমাদেরকেই দিতে হবে। জীবনে সংগ্রাম আছে। সংগ্রাম করেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হয়। এ সংগ্রামে একমাত্র কার্যকর হাতিয়ার 'যোগ্যতম শিক্ষা' যা সার্থক জীবন-যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এখন এই যোগ্যতম শিক্ষার প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করতে গিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে উদ্দেশ্যমুখী সময়োপযোগী, কর্মভিত্তিক ও গীতিশীল করে নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞরা উপলব্ধি করেন। এ উপলব্ধির পরিণতিতে শিক্ষার কিছু প্রধান উদ্দেশ্য নিরূপণ করা হয়, এ উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ব্যক্তির সহজাত ক্ষমতা ও গুণাবলীর সৃজনশীল বিকাশের মাধ্যমে তার দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

প্রতিস্তরে শিক্ষার্থীর মনে দেশের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত ও জাতীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা এবং ন্যায়বোধ, কর্তব্যবোধ, শৃংখলা, শিষ্টাচারবোধ এবং দেশের স্বার্থের সঙ্গে একাত্মবোধ জাগরণ।

মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতি, মানবাধিকার ও পারস্পরিক সমঝোতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দেশের সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে দক্ষ ও সৃজনশীল মানবসম্পদ সৃষ্টি।

কর্মমুখী ও শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শ্রমের মর্যাদাবোধ-সৃষ্টি ও জাতীয় উন্নয়ন সম্পর্কিত সমস্যাগুলো সম্পর্কে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ।

ব্যক্তিকে তার মেধা ও প্রবণতা অনুসারে জীবিকা অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশিষ্ট পেশার জন্য প্রস্তুত এবং দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা।

এই উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমাদের প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সাজানো হয়েছে। কম সময়ে, কম খরচে ভাল ফলাফল পাওয়ার আশায় একদিকে শিক্ষাক্রম অবিরতভাবে পুনর্গঠন করা হচ্ছে। পাঠ্যসূচীতে নতুন নতুন বিষয় সংযোজন করে তাকে ভারী করে তোলা হচ্ছে। অন্যদিকে পাঠ্য বিষয়বস্তু পরিশীলন করা হচ্ছে। পঠন-পাঠন পদ্ধতিতে নতুন কৌশল প্রয়োগ করে তাতে সংস্কার সাধন করা হচ্ছে, অথচ এতসবের পরেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন স্তরেই নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। কারণ আমাদের আন্তরিকতা, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার অভাবে জীবনের নানাক্ষেত্রে ও চাহিদার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে যোগ্যতম শিক্ষার লক্ষ্য ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে রয়েছে আমাদের ব্যর্থতা। নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী কর্মকাণ্ড সৃষ্টিতে আছে আমাদের অসমর্থতা। আমরা প্রধানতঃ বস্তুগত শিক্ষার কথাই ভাবছি। তাই শিক্ষা হয়েছে এখন কর্মকেন্দ্রিক, উৎপাদনমুখী, জীবনিভিত্তিক, জীবন কেবলই বস্তুকেন্দ্রিক নয়, তার একটা আধ্যাত্মিক সুকুমার দিকও আছে। এদিকটাকে কোনক্রমেই একেবারে খাটো করে দেখার কোন উপায় নেই। জীবনের বস্তুকেন্দ্রিকতার সাফল্যের নেপথ্যেও কাজ করে মানবিক সুকুমার বৃত্তি। শিক্ষা প্রক্রিয়া প্রয়োজনীয় লক্ষ্য অর্জনের পথ-যেপথ সাফল্যের সাথে অতিক্রম করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সিংহদ্বারে উপনীত হওয়া যায়। সেই সিংহদ্বার অতিক্রম করে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ এবং কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে জীবনের লক্ষ্য অন্বেষণ ও আবিষ্কার করতে হয়। সে কারণে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করতে হবে- শিক্ষার মাধ্যমে ইতিবাচক মূল্যবোধ সৃষ্টিতে মানবিক সুকুমার বৃত্তির স্ফূরণে উপযোগী বিষয়কে শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন লক্ষ্য সামনে রাখতে হবে যা আমাদের সুকুমার অনুভূতিসমূহ উজ্জীবিত করে। আমাদেরকে মহৎ চিন্তা ও উন্নত জীবনলাভে অনুপ্রাণিত করবে।

আজ শিক্ষা বলতে এখনো প্রধানত পুস্তকনির্ভর তথ্য বিবরণী মস্তিষ্কে ধারণ করাই বুঝাচ্ছে। এ তথ্য বিবরণীতে সবই আছে, নেই শুধু অতি প্রয়োজনীয় উপাদানটি যা দিয়ে আমাদের নিরাপত্তাহীন দুর্নীতিপূর্ণ সমাজের মূলোৎপাটন সম্ভব হবে। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্য ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য অর্থাৎ মানবিক উপাদানমূলক কোন শিক্ষাকে ভিত্তি হিসাবে নেয়া হচ্ছে না। ফলে এ প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি যখন নিজ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সুযোগ পাচ্ছে না তখন নিজ গৃহ, পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অকূল পাথারে জীবনতরী ভাসিয়ে দিচ্ছে সে তরী ভাগ্যক্রমে নগর-বন্দর-শহরে ভিড়ছে। সেখানে সে দেখছে কর্মক্ষেত্রে তার মত বহু মানুষের ভিড়। জীবন সংগ্রামে অসম, অক্ষম প্রতিযোগীর বদনাম নিয়ে শিক্ষিত লোকদের পঞ্চাশ শতাংশই শিক্ষিত বেকারে পরিণত হচ্ছে। তখন ছলে-বলে-কৌশলে বর্জনীয় দোষণীয় পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উঠেপড়ে লেগে যেতে দ্বিধাবোধ করছে না। আবার চাকরি যদিও বা পাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে পেশা ও বৃত্তির এবং শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকছে না। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষাপ্রাপ্তদের যোগ্যতা এবং চাকরির বাজারের চাহিদার মধ্যেও সামঞ্জস্য নেই। চাকরির উন্নত বাজারও যেমন নেই, চাকরি প্রার্থীদের যোগ্যতার গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও নেই। প্রশ্ন আসতে পারে যেখানে সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি হয়নি, সেখানে চাকরির বাজারে চাহিদা ও চাকরি প্রার্থীদের যোগ্যতার মধ্যে সুষ্ঠু সামঞ্জস্য বিধান করা কি সম্ভব? প্রযুক্তিগত অবকাঠামো সৃষ্টি হলেও এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতা থাকলেও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে না যদি না তাতে ন্যায়পরায়ণতা ত্যাগ, কর্তব্যবোধ ও সমষ্টির কল্যাণ চিন্তা না থাকে। আমাদেরও হয়েছে তাই। কারণ আমাদের শিক্ষায় মহৎ চিন্তা ও উন্নত জীবন বোধে অনুপ্রাণিত হবার মত কোন বিষয় শিক্ষার ভিত হিসাবে নির্ণীত হয়নি।

ব্যক্তির শিক্ষা, কর্মদক্ষতা, উন্নত জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা অবদমন করা সম্ভব নয়। কর্মের মধ্যে জীবন ও জীবিকার সাফল্য খুঁজে পেলেই ব্যক্তি তৃপ্ত হয় না। পরিতৃপ্তির জন্য এক ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন। যত অধিক সংখ্যক ব্যক্তির তৃপ্তির পরিমাণ যত বাড়ে, সামাজিক অবস্থা তত স্থিতিশীল হয়। উন্নয়ন প্রক্রিয়া তত সাবলীল ও দ্রুত হয়। আমাদের চিন্তা করতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা কোন্‌টি অগ্রাধিকার দেবো ব্যক্তির সৃজনশীলতা ও মানবিক গুণাবলীর স্ফূরণ নাকি এসব কিছুকে শিক্ষার অপ্রয়োজনীয় অবদান মনে করে কেবল ব্যক্তির বিক্রয়যোগ্য শ্রমশীলতাকে উন্নত করার চেষ্টা করব? আর তার জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যের দিকেই তাকে ধাবিত করব? যেখানে ও কোন মানদন্ড নেই, জীবনের সাফল্য লাভের সুযোগের কোন সমতা নেই, কেউ অতিভোজনের ফলে উচ্চরক্তচাপে ভুগে মরছি, কেউ আবার খাবার অভাবে মানবেতর জীবনযাপন করে ডাষ্টবিনে কুকুরের সাথে কাড়াকাড়ি করছি, কেউ পানির প্লাবনে নিঃস্ব হচ্ছি কেউ সেই পানিতে পানসী ভাসিয়ে নৌ-বিহার করছি, কেউ খরার প্রচন্ডতায় হাপিত্যেশ করে মরছি, কেউ রাত জেগে ডিস্ দেখে জীবনকে রঙিন দেখছি, কেউ চোখে ছানি নিয়ে জীবনটাকে ঝাপসা দেখছি, জীবন ভরে যাচ্ছে হতাশায়। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রভাব যে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত ফল দিচ্ছে যার নির্মম সত্যটি আজ আমরা স্বস্থি স্বাচ্ছন্দ্য আর নিরাপত্তার বিনিময়ে চরমভাবে উপলব্ধি করছি এবং মূল্য দিচ্ছি নিজেদেরই উপ্ত বীজের বিষময় পরিণামের মাধ্যমে। দৃষ্টিকে এখন প্রসারিত করতে হবে। ভাগ্য পরিবর্তনের দুর্জয় সংকল্প নিয়ে যোগ্যতম শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষবস্তুর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করতে আর আমাদের সময় ক্ষেপণ করা বোধহয় উচিত হবে না। শিক্ষা ও প্রতিফল শিক্ষা তো কম হলো না। সামগ্রিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য যে ভিত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজন তা চূড়ান্তভাবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নির্ধারণ করাই এখন অধিকতর বিচক্ষণতার পরিচায়ক, সঠিক লক্ষ্যটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হওয়া এক্ষেত্রে যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান হওয়া ও অগ্রাধিকার পাওয়া এখন সময়ের দাবী। ❑